দৈনিক বাংলা
তারিখ 13 AUG-1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

চার বোর্ডের এসএসসি'র ফল এবং তারপর

গত ক'দিন এই নগরীতে মিঠাইর আকাল গেছে। আবার মিঠাই-মন্ডার ছড়াছড়ি হয়েছে বলায়ও ভুল কিছু নেই। তর্কবিদ্যার পন্ডিতরা বলবেন, বিপরীত উক্তির দুটিই এক সঙ্গে সত্য হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে কিন্তু তাই হয়েছে।

হয়েছে কি, মিঠাইর চাহিদা হঠাৎ করেই এমন বেড়ে গেছে যে জোগানদাররা তাল সামলাতে পারেনি। দোকান খুলতে না খুলতেই ফাঁকা। অনেককেই তাই মিষ্টির দোকান থেকে বিমুখ হয়ে ফিরতে হয়েছে। আকাল ছিল তাদের জন্যে। আর যারা সময় মত সওদা তুলতে পেরেছেন, তারা আত্মীয়-বন্ধু আর পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে ছড়াছড়ি ঘটিয়েছেন। বিপরীত হয়েও তাই উক্তি দুটি একই সঙ্গে সত্য।

এমনটা অকারণে ঘটেনি। ঢাকা বোর্ডের এসএসসি'র ফল প্রকাশের রেশ না মিলাতেই কুমিল্লা আর রাজশাহী বোর্ডের ফল বেরিয়েছে। এর আগেই বেরিয়েছিল যশোর বোর্ডের ফল। অর্থাৎ চার বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলই বেরিয়ে গেছে। আর পাসের হারও চমকপ্রদ। বোর্ড ভেদে সত্তর থেকে প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ। গড়ে প্রায় তেয়াত্তর। গত কয়েক বছর থেকেই পাসের হার বাড়ছে। এবারও একটু হলেও গত বছরের থেকে বেড়েছে। গত বছর ছিল বাহাত্তরের একটু বেশী। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলাতে গেলে দেখবো পাস-ফেলের পরিচিত হার বলতে গেলে একদম উল্টে গেছে। বছর কয়েক আগেও পাসের হার তিরিশের নিচে থাকতো।

পাস-ফেলের হারের এই বিপরীত অবস্থান গ্রহণ নিয়ে অবশ্য নাখোশ হওয়ার কিছু নেই। ভালোর দিকে পরিবর্তন, আনন্দদায়ক পরিবর্তন সবসময়ই কাম্য। আর এতো কেবল হার বৃদ্ধিই নয়, এর সঙ্গে আছে অজস্র তারার ঝিকিমিকি দ্যুতি। সম্মানী হরফের সারিবদ্ধ বিন্যাস। পরীক্ষার ফলে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উচ্চ সাফল্যই প্রতিফলিত হয়েছে। বিষয়টাকে আমরা আনন্দের উপলক্ষ হিসাবেই গ্রহণ করেছি। আর এ জন্যেই মিষ্টি নিয়েও এমন কাড়াকাড়ি। একটি মনকাড়া উপলক্ষ তৈরি করার জন্যে মাধ্যমিকের কৃতী শিক্ষার্থীরা অবশ্য অভিনন্দন দাবী করতে পারেন। আমরা তাদের অভিনন্দন আর উচ্চতর শিক্ষার জগতে স্বাগত জানাই।

এবার ফলাফল সংকলিত হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব কম্পিউটার কেন্দ্রে। সময়মত ফল বেরোনো এবং তা কতটা ত্রুটিমুক্ত থাকবে- এ নিয়ে অনেকের মনেই সংশয় ছিল। আশার কথা, সংশয়ের মেঘ অনেকটাই কেটে গেছে। ফল প্রকাশে বিলম্ব কিছু ঘটেনি। বড় রকমের কোন বিপত্তির আভাসও এখনো পাওয়া যায়নি। কেবল কক্সবাজার এলাকা থেকে কিছু প্রতিবাদ উঠেছে। সর্বত্র যখন পাস আর উচ্চ সাফল্যের ছড়াছড়ি, একটি এলাকায় কেন ফেল-এর হার এমন উচ্চ হবে, এটাই আপত্তি। তা এমনটা ঘটার সম্ভাব্যতা তো আর উড়িয়ে দেয়া যায় না। অন্যত্র যা ঘটেছে, এখানেও তাই ঘটবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। তবু ব্যাপারটা যাচাই করে নেয়া দরকার। সন্দেহের রেশ না রাখাই মঙ্গল।

এবারকার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শীর্ষ সাফল্য আর কতিপয় পরিচিত প্রতিষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ নেই। এবার অনেক বছর পর গ্রামের বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়েও কেউ কেউ মেধা তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন। এমনটাই হওয়ার কথা। পরিবেশ আর সুযোগ-সুবিধার কল্যাণে বিদ্যালয় বিশেষের গড় ফলাফল ভালো হতে পারে, কিন্তু সর্বোচ্চ মেধার অবস্থানও এইসব বিদ্যালয়ের স্থায়ী অধিকারে পরিণত হবে, এমনটা স্বাভাবিক হতে পারে না। সর্বোচ্চ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিভার যোগ অনস্বীকার্য- যা এককেন্দ্রিক হয় না। এদেশেও অতীতে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরোলে প্রতি বছরই কোন না কোন অখ্যাত বিদ্যালয়ের নাম তার কৃতী শিক্ষার্থীর কল্যাণে সামনে এসেছে। এতে উচ্চতর সাফল্যের প্রতিযোগিতাও উৎসাহিত হয়েছে।

এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে, বিদ্যালয় বেড়েছে, উচ্চ সাফল্যের তালিকাও দীর্ঘতর হয়েছে। কিন্তু হারিয়ে গেছে উচ্চতর সাফল্যের লক্ষ্যে পঠন-পাঠনের প্রতিযোগিতা। যা তারকাবহুল ফলাফলকেও শিক্ষার মানের তুলনায় ম্লান করে রেখেছে। আর কে না স্বীকার করবেন, তারকার ঝিকিমিকির চেয়ে শিক্ষার মনটাই আমাদের বেশী কাম্য।

এ বছর চার বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল সাত লাখ পঁয়ষট্টি হাজার একশ' পঁয়ত্রিশ। পাস করেছে ছ'লাখ এক হাজার সাতশ' সত্তর জন। যাদের দু'লাখ একাত্তর হাজার দুশ' চৌষট্টি জন প্রথম এবং দু'লাখ আটাত্তর হাজার দুশ' চৌদ্দ জন দ্বিতীয় বিভাগে স্থান পেয়েছে। এই পাঁচ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার চারশ' আটাত্তর জন শিক্ষার্থী উচ্চতর শিক্ষার প্রার্থী হবে, আশা করা যায়। উৎসাহজনক অগ্রগতি সন্দেহ নাই। আমরা কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা উল্লসিত হতে পারছি না।

উচ্চ শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি মানেই উচ্চ শিক্ষার বিস্তারে সাফল্য। যা আমরা বরাবরই চেয়ে আসছি। তবু এতে উল্লসিত হতে না পারার কারণ হচ্ছে এই যে, এ বিপুল-সংখ্যক প্রার্থীর স্থান সংকুলানের আয়োজন আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার আছে কি? এদের প্রায় অর্ধেকই ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে। কলেজগুলোর আসন সংখ্যার হিসাবেই এ অনুমান। গাঁদাগাদি করে কিছু বেশী শিক্ষার্থী গ্রহণ করলেও সকলের ঠাঁই হচ্ছে না, এটা প্রায় নিশ্চিত। বিশেষ ব্যবস্থার কথা তাই ভাবতেই হবে।

এই বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েও বিশেষ ভাবনার দরকার আছে। কৃতী শিক্ষার্থীর এই দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধিকে কেউই একটা স্বাভাবিক অবস্থা বলে ভাবছেন না। সকলেই মনে করেন, প্রশ্নব্যাঙ্কের বদৌলতেই এমনটা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ প্রশ্নব্যাঙ্ক না থাকলে এমনটা সম্ভব ছিল না। আসছে বছর থেকে প্রশ্নব্যাঙ্ক থাকছে না। তবে কি আসছে বছর সফল পরীক্ষার্থীর হার বা সংখ্যা কমে যাবে? কিছু অন্তত কমবেই, এতে সন্দেহ নাই। সে অবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার আয়োজনে দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটিয়ে অবস্থা সামাল দিতে গেলে আসছে বছর সম্প্রসারিত সুযোগের ব্যবহার নিয়েও সংকটে পড়ার ভয় আছে।

এই অবকাশে প্রশ্নব্যাঙ্ক ব্যাপারটা নিয়েও কিছু কথা বলে নেয়া দরকার মনে করছি। এমনিতে এ নিয়ে আলোচনার কিছু নেই। সরকার এ ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। সিদ্ধান্তটি হচ্ছে আসছে বছর থেকে প্রশ্নব্যাঙ্ক বলে কিছু থাকছে না। এ সিদ্ধান্তকে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই স্বাগত জানিয়েছেন। তবু বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের একটি মহলে এ নিয়ে কিছু ক্ষোভ এখনো রয়ে গেছে। তাদের সমর্থকরাও ভাবেন, এবারকার শিক্ষার্থীরা যে সুযোগ পেলো, আসছে বারের পরীক্ষার্থীরা সে সুযোগ পাবে না কেন? এ প্রশ্নের নিরসনের জন্যেই আলোচনা দরকার।

প্রথম কথা হচ্ছে এই, ভুল একবার চালু হয়ে গেছে বলেই তা টেনে চলতে হবে, এমন কথা নেই। বরং যতশীঘ্র সম্ভব ভুল শোধরানোতেই বুদ্ধির পরিচয়। প্রশ্নব্যাঙ্ক ব্যাপারটা আসলে কোন সুযোগ বলেও গণ্য হতে পারে না। কেননা ব্যাপারটা আদতেই 'সু' নয়। সুযোগ বলে একে যারা গ্রহণ করেছে, আদতে তারা বঞ্চিতই হয়েছে। তাদের শিক্ষা বা কৃতিত্ব নির্ভরযোগ্যতা হারিয়েছে। এবারকার কৃতী শিক্ষার্থীদের সকলেও একই মন্তব্য করেছে যে প্রশ্নব্যাঙ্ক দ্বারা মেধা যাচাই হয় না। প্রশ্নব্যাঙ্ক ব্যবস্থার আওতায় এর আগে যারা উচ্চ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তাদের অনেকেই উচ্চ মাধ্যমিকে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি। এ ব্যর্থতাও এ ব্যবস্থার অগ্রহণযোগ্যতাই প্রমাণ করে। প্রশ্নব্যাঙ্ক-এর সমাপ্তি ঘটছে। এটা তাই শুভ সংবাদ- এ নিয়ে কারো মনেই কোন মোহ থাকা উচিত না।

প্রশ্নব্যাঙ্ক ব্যবস্থার আওতায় এবার যারা উচ্চ সাফল্যের প্রমাণ দিয়ে প্রশংসা অর্জন করেছে, এদের নিয়ে আমাদের বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন আছে। কৃতিত্ব মাত্রই কিছু যোগ্যতার সাক্ষ্যবহ। প্রশ্নব্যাঙ্ক চালু ছিল বলেই যদি এদের শিক্ষায় কিছু দুর্বলতা থেকে যায়, তার দায়িত্ব ওদের নয়। আমাদের। গোটা সমাজের। এ দুর্বলতা কাটানোর দায়িত্ব তাই আমাদের নিতে হবে। এর পথ একটাই- উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পঠন-পাঠানের মান বাড়ানোর উপর জোর দেয়া।

কথাটি বলা যত সহজ, কাজে পরিণত করা তেমনি কঠিন। বিশেষ করে প্রতিটি কলেজেই যেখানে অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর চাপ পড়তে যাচ্ছে এবং যে চাপের কিছুটা অন্তত স্বীকার করতেই হবে, সেখানে পঠন-পাঠনের মান উন্নয়ন কঠিনই হওয়ার কথা। কাজটি কিভাবে করা সম্ভব তা শিক্ষাবিদরাই বলতে পারেন আমাদের বক্তব্য একটাই, উচ্চতর শিক্ষার অর্থবহতা বজায় রাখতে হলে, এ কাজটি করতেই হবে।

শিক্ষা জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অধ্যায় শেষ করে যারা আজ উচ্চতর শিক্ষার পথে পা বাড়াতে যাচ্ছে, তাদের সকলের প্রতি আমাদের অভিনন্দন। একই সঙ্গে আসছে বছর যারা এ পরীক্ষায় বসতে যাচ্ছে, তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজনবোধ করি যে, তাদের ক্ষেত্রে মিঠাই-মন্ডা ছড়াছড়ির উপলক্ষ তৈরি করা অতটা সহজ নাও হতে পারে। আমরা কিন্তু উপলক্ষটা চাই। তাদের তাই এখন থেকেই যত্নশীল হওয়া দরকার।

— সালেহ চৌধুরী